ইসলামী শাসন ব্যবস্থায় অনাস্থা কেন?

--আহমেদ

আমাদের দেশের শতকরা ৮৫ ভাগ লোক মুসলমান। এদেশের লোকজন প্রকৃতিগত ভাবে কিছুটা ধর্মভীরু কিন্তু তারপরও এদেশে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে সাধারন লোকজনের অনীহা। কিন্তু কেন ? এর উওর খুজঁতে হলে আমাদের তাকাতে হবে শিক্ষা ব্যবস্থার দিকে। আমরা শৈশব থেকে যে ইসলামী শিক্ষা লাভ করছি তা ক্ষেত্র বিশেষে যথেষ্ট হলেও অনেক ক্ষেত্রেই তা অসম্পূর্ন । বিশেষ করে বর্তমান আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের যে ইসলামী শিক্ষা দেয়া উচিত তা আমরা পাচ্ছি না। আমরা দশম শ্রেনী পর্যন্ত ইসলাম শিক্ষা করেই তা চির সমাপ্ত করে দেই কিন্তু ভাষা বা সাহিত্য শিক্ষা আজীবন চালিয়ে যাই। যার ফলে আমাদের ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গির পরিপূর্নতা আসে না। ইসলাম যে কি বিশাল গবেষনা সাপেক্ষ বিষয় তা আমাদের বেশীরভাগ লোকেরই দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। তাই বন্ধুদের আড্ডায় ইসলাম বিষয়ক আলোচনা না করা যেন অলিখিত আইন । পরিস্থিতি এমন হয়ে দাড়িয়েছে আজ সাধারন কেউ ইসলাম নিয়ে দেশে কথা বলতে চাইলে লোকে তার থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করে। ইসলাম আর আমাদের যুব সমাজ এ যেন এক অদ্ভুত বিকষর্ন। আমাদের দেশে ইসলাম মানেই যেন মাদ্রাসা পাস করা আলেমদের সম্পওি। আরও স্পষ্টভাবে বলতে গেলে যেমন বর্তমান বিশ্বের শিক্ষাব্যবস্থা ও ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সমন্বয় করে না চলার কারনে আমাদের মাদ্রাসাগুলো থেকে যেসব আলেম বের হচ্ছে তারা ইমাম, আরবী শিক্ষক ইত্যাদি ছাড়া ব্যবসা, প্রতিযোগীতামূলক চাকরী ইত্যাদিতে পিছিয়ে পড়ছে। তাই বর্তমান যুবসমাজ সহজেই ধারনা করতে পারে ইসলাম মানেই

মওলানাদের সম্পত্তি ও জীবনযুদ্ধে অপেক্ষাকৃত কম ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার সুযোগ। বাংলাদেশে কেউ দাড়ি রাখলে তাকে টিটকারী দিয়ে লোকে হুজুর, মোল্লা, মৌলবাদী ইত্যাদি বলে সম্বোধন করে। মেয়েদের মধ্যে যারা সচেতন,পর্দা করে চলে তাদের নিনজা বলে ডাকা হয়। এই হলো ধর্মভীরুদের প্রতি সাধারন লোকের ধ্যান-ধারনা। দাড়ি রাখলে বা পর্দা করে চললে চাকরী না পাবার শঙ্কা ও লোকজনের টিটকারী খাবার আশঙ্কা ইত্যাদি আজকাল ওপেন সিক্রেট। কিন্তু আমরা কি ভাবতে পারি না একজন মুহাদ্দিস একই সাথে অর্থনীতিবীদ। একজন কুরআন হাফেজ এবং একই সাথে তড়িৎ প্রকৌশলী, একজন ইমাম এবং একই সাথে রাজনীতি বিশেষজ্ঞ। এগুলো কোন স্বপ্নের কথা নয় বরং শিক্ষা ব্যবস্থা বদল করলেই তা অতি সম্ভব। তখন ডারউইনের থিওরী বা স্ট্রিং থিওরী কিংবা ক্লোনিং নিয়ে গবেষনা করলেও লোকের মধ্যে ইসলামী জ্ঞানের অভাবে ইসলামকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করার সাহস হবে নাহ। যারা প্রকৃতই অবিশ্বাসী তাদের কথা আলাদা।

আজ দেশের ধর্মনিরপেক্ষবাদী, কমিউনিস্ট, মুক্তচিন্তার বুদ্ধিজীবি, কতিপয় অল্প ইসলামী জ্ঞান সম্পন্ন মুসলমান, অমুসলমান বিশেষ কিছূ রাজনৈতিক দল ইসলামকে শুধু বদ্ধচিন্তার আলেমদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ দেখতে চায় তারা ইসলামকে সর্বক্ষেত্রে নয় শুধু ঘরের ভিতর জায়নামাযে দেখতে চায়(সে জায়নামাযে দাড়িয়ে মন যে কোথায় পড়ে থাকে আমাদের!)। অফিস-আদালতে, আড্ডা-সমিতিতে, রাস্তা-মিছিলে ও প্রতিবাদে, শিক্ষা ও গবেষনাগারে ইসলামকে দেখতে তারা বড়ই নাচার। এর একটা কারন হতে পারে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। ইসলামকে ক্ষমতার নিয়ন্তা হিসেবে তারা দেখতে চায় না। বরং মানুষের

হাতেই এই আইন থাকুক এটাই এদের কামনা। আর একটা কারন হতে পারে তাদের পার্থিব সুখ-বিলাসের স্বপ্ন ভঙ্গ। অবৈধ উপায়ে যে অর্থ উপার্জন করা যায় ইসলাম কায়েম হয়ে গেলে অত সহজে লোকের চোখ ফাঁকি দিয়ে তা করা সম্ভব হবে না। স্বঘোষিত সন্ত্রাসী, ঘূষখোর, চাঁদাবাজ, নেতা তাদের চশমা দিয়ে খুঁজে বের করতে হবে। স্বজনপ্রীতি দৌড়ে পালাবে, জনপ্রিয় ও যোগ্য লোকেরাই শাসনব্যবস্থা ও চাকরী ও ব্যবসাক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পাবে। তবে অমুসলমান ও অবিশ্বাসীদের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন অনুযায়ী কিছু বিধি নিষেধ রয়েছে।

অনেক অবিশ্বাসীই মানবতাবাদী হতে পারে। তারা মনে করতে পারে মানুষের করা আইনই মানুষের জন্য যথেষ্ট। কিন্তু বিশ্বাসীদের কাছে সৃষ্টিকর্তা প্রদত্ত আইনই যথেষ্ট। বিশ্বাসীদের মনে অবাধ স্বাধীনতা বিচরন করে না বা করলেও সে কাজে তাকে ফলায় না কারন সে আনুগত্য করে সর্বশ্রেষ্ঠের। এখানেই ঈমান বা বিশ্বাস। অবিশ্বাসী কারো আনুগত্য করে না ও তার কারো কাছে জবাবদিহিতার ভয়ও থাকে নাহ। তাই অনেক অবিশ্বাসীই তার নিজের ভাল-মন্দের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নিয়মের আনুগত্য করে থাকে। আর কিছু বিশ্বাসী পার্থিব সুখের স্বপ্নে এতই বিভোর থাকে যে স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতিকেই তারা হালাল বলে মনে করা শুরু করে দেয়। মানুষের তৈরী নিয়মে ভুল থাকবেই এবং সময়ের সাথে সাথে তাদের চাহিদা অনুসারে এসব নিয়মও বদলে যাবে। ইতিহাসও তাই বলে। আজকের যে মানবতাবাদী আন্দোলন তা পূর্বে কমিউনিজম আন্দোলনের মাঝে লুকিয়ে ছিল আর ধর্মবিরোধী আন্দোলন তা মানবতাবাদী আন্দোলন থেকে প্রসার পাচ্ছে। সময়ে সময়ে এর রূপ পাল্টাবে,

মতবিরোধ হবে। কারন এদের সকলের উদ্দেশ্য একই তা হলো পার্থিব জীবন তুষ্টি। মানুষের যেমন চাহিদার শেষ নেই ও সময়ের সাথে পরিবর্তনশীল তেমনি করে তাদের তৈরীকৃত নিয়ম-কানুনও পরিবর্তনশীল। একটি উদাহারন দেয়া যেতে পারে বেশীরভাগ বস্তুবাদীদের জন্য জীবন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন , তাই অপরাধীর প্রানদন্ডাদেশ রহিত করার জন্য তাদের আন্দোলন অব্যাহত। মানবাধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতার বলে সমকামীতার জন্য সুযোগ করে দেয়া হয়েছে কোথাও কোথাও। এ হচ্ছে কেবল শুরু মাত্র সময়ের সাথে সাথে মুক্তচিন্তার আরও কতক ধারা বের হবে।

আমাদের মুসলমানদের মনে আজ পার্থিব সুখের স্বাদ এতই আচ্ছন্ন করে রেখেছে যে কতিপয় মুসলমান আজ গর্বভরে ইসলামের বিপক্ষে কথা বলতে শুরু করেছে। আমরা ভুলতে বসেছি আমাদের সময় ফুরিয়ে আসছে। আমাদের জন্ম পরের তরে শুধুই জীবন বিলিয়ে দেবার জন্য নাকি তার সাথে আমাদের স্রষ্টার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত সেই বিবেচনা করতে আমাদের বড়ই দেরী হয়ে যাচ্ছে। ইসলামের কতিপয় সুক্ষবিষয়ে মতভেদ থাকার কারনে আমরা কি আজ মুসলমানদেরই বিপক্ষে যাওয়াকে বাহবা জানাব নাকি তাদেরকে সঠিক শিক্ষা দিয়ে ইসলামকে আরো শক্তিশালী করব ? আমার ও আরও অনেক মুসলমানের নিজথেকে সঠিক পথ বেছে নেয়ার মত জ্ঞান এখনও অপর্যাপ্ত। আরও অনেক নামমাত্র মুসলমান আছেন যারা ইসলামের কোনও আলোও পাননি । তাই প্রকৃত ইসলামকে তুলে না ধরে বা পরিপূর্নভাবে প্রকাশ না করে আলেমগন যদি মত-বিভেদেই লিপ্ত থাকেন তাহলে ইসলামেরই ক্ষতি হবে। বরং ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বর্তমান সমাজের সমস্যা ও সমাধানের চেষ্টা

তাদের উদ্যোগকে আরও মহৎ রুপ দিক এটাই আমাদের কামনা।